তারিখ : 12 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৯

দৈনিক ইত্তেফাক

বাল্যবিয়ের প্রধান দুই কারণ শিক্ষা ও দারিদ্র্য

দেশে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে ৭৩ শতাংশ মেয়ে, ছেলেদের হার ২ দশমিক ৮, এ ধারা বন্ধে সামাজিক আন্দোলনের তাগিদ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ৭৩ ভাগ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। বাল্যবিয়ের কারণে মাতৃমৃত্যু, শিশু মৃত্যু, পারিবারিক নির্যাতন, বহুবিয়ে এবং নারীর মানসিক স্বাস্থ্যের বিপর্যয় ঘটে। ফলে সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষা ও দারিদ্র্যকে বাল্যবিয়ের প্রধান দুটি কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে এগুলো উত্তরণে ইতোমধ্যেই সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। নিরাপত্তার কারণেও অনেক সময় অভিভাবকরা বাল্যবিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই এসব পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশব্যাপী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে বলে জানিয়েছেন বক্তারা।

'গেটিং দ্যা এভিডেন্সঃ এশিয়া চাইল্ড ম্যারিজ ইনিশিয়েটিভ' প্রতিবেদনে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের বাল্যবিয়ে হার বেশ উদ্বেগজনক। গবেষণার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই ৭৩ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয় ২৭ শতাংশ মেয়ের। অন্যদিকে দেশে ২ দশমিক ৮ ভাগ ছেলের বাল্যবিয়ে হয়।

গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে প্ল্যান ইন্টারনেশনাল আয়োজিত বাল্যবিয়ে বিষয়ক অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে প্ল্যান এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে একটি মডেল রাষ্ট্র। কিন্তু এদেশে শিশু বিয়ে লজ্জাজনক। যে করে হোক আমাদের শিশু বিয়ে রোধ করতে হবে। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ থেকে বাল্যবিয়ে নির্মূল করবো এবং দেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবো। বাল্যবিয়ে বন্ধে ২০১৬ সালের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের সাথে কাজ করার জন্য তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুটি বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। বাল্যবিয়ে বন্ধ এবং পথশিশুদের পুনর্বাসন করা। এ লক্ষ্যে সরকার ২০১৬ সালে দেশের প্রত্যেক জেলায় বিস্তারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কারণ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে বাল্যবিয়ে বন্ধ করতেই হবে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং শিশুর প্রতি সবরকমের সহিংসতা প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি আন্তরিক। আর এ জন্য শিশু রাজন ও রাকিব হত্যার বিচার দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বাল্যবিয়ে নির্মূলে রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের জন্য ন্যায় বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, রাষ্ট্র যেন তার প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে আমরা সেই অবস্থা দেখতে চাই। যারা শিশু নির্যাতন করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। তাদের বাবা-মাকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

'গেটিং দ্যা এভিডেন্সঃ এশিয়া চাইল্ড ম্যারিজ ইনিশিয়েটিভ' প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের বাল্যবিয়ের হার বেশ উদ্বেগজনক।

বলা হয়, ইন্দোনেশিয়ায় ৩৮ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে এই হার ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। তিন দেশের মধ্যে পাকিস্তানে বাল্যবিয়ের হার সর্বনিম্ন। সেখানে ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে এবং ১৫ দশমিক ২ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে হয়ে যায়। তবে পাকিস্তানে ছেলেদের বাল্যবিয়ের হার ১৩ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে প্ল্যান ইন্টারনেশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডাইরেক্টর সিনেট গেব্রেটজিয়াভারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিকী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম, বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডিয়ান হাই কমিশনার বেনয়েট-পাইরি লারামি ও ইউএনএফপিএ প্রতিনিধি আরজেন্টিনা পিন্টো মাটাভেল পিকসিন।